এক যাত্রা

(কবিতা সংকলন)

মূল গুজরাতী : নরেন্দ্রমোদি

ওড়িয়া অনুবাদ : সুবাস নায়ক

বাংলা অনুসৃজন :
ভারতী নন্দী ও সাফল্য নন্দী

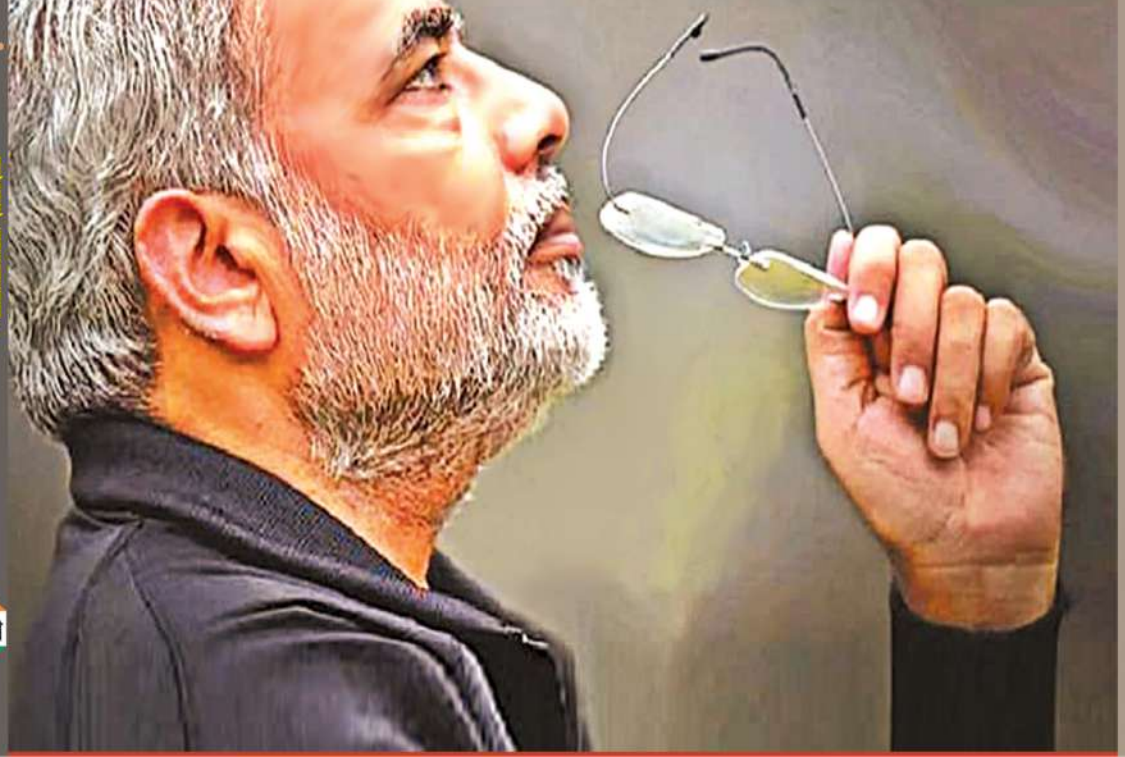

এক যাত্রা | মূল গুজরাতী : নরেন্দ্রমোদি | ওড়িয়া অনুবাদ : সুবাস নায়ক | বাংলা অনুসৃজন : ভারতী নন্দী ও সাফল্য নন্দী

অর্পিতা

ড. সুবাস নায়ক

ড. সুবাস নায়ক একাধারে ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, গবেষক, লেখক, সংগঠক এবং সুবক্তা ভাবে ওড়িশার শিক্ষা জগতে পরিচিত। ওড়িয়া সাহিত্যে ওনার রচিত কবিতা প্রবন্ধ পাঠকদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত। সাহিত্যিক ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর গুজরাতী ভাষায় রচিত কবিতা সংকলন 'আঁখ আঁ ধন্য ছে'র রবি মস্থার ইংরেজি অনুবাদ A Journey -র ওড়িয়া অনুবাদ 'এক যাত্রা' কবিতা সংকলনটি ডক্টর নায়কের বলিষ্ঠ অনুবাদ দক্ষতার পরিচয় দেয়। ডক্টর সুবাস নায়ক এখন ওড়িশা শিক্ষা জগতের অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টেট্রাহেগ্রেন গ্রুপ অফ ইনস্টিচ্যুসন টাঙ্গী, কটকের উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতপ্রাপ্ত ত্রীদেব ডিগ্রী কলেজে ওড়িয়া বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট প্রফেসার এবং ভাইস প্রিন্সিপাল পদে কর্মরত।

প্রকাশক

যোগাযোগ : ৯৪৩৮১ ০৯৮৭২

"EK YATRA" : by Narendra Modi, Translated in to Bengali
by Bharati Nandi from Odia translation
By Dr. Subhas Nayak.
Published by Arpita Prakashani. Rs. 100/-

প্রকাশিকা
শ্রীমতি চন্দ্রিমা মন্ডল
অর্পিতা প্রকাশনী
১কে, রাধানাথ মল্লিক লেন
কলকাতা-১২
মোবাইল ঃ ৯৪৩২৪২৬৩৩৩

© গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক

All right reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or therwise, without the prior written permission of the Author.

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

প্রচ্ছদ ঃ শেখর মণ্ডল

বর্ণসংস্থাপক ঃ শঙ্কর প্রিন্টার্স

মুদ্রণ ঃ
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
টি/৩১/কে, বিপ্লবী বারিণ ঘোষ সরণী
কলকাতা-৬৭

মূল্য ঃ একশত টাকা

এক যাত্রা

এক যাত্রা

মূল গুজরাতী—নরেন্দ্র মোদি
ওড়িয়া ভাষান্তর—ডক্টর সুবাস নায়ক
বাংলা অনুবাদ—ভারতী নন্দী
(সাহিত্য অকাদেমী অনুবাদ পুরস্কার প্রাপ্ত)
ও
সাফল্য নন্দী

অর্পিতা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১কে, রাধানাথ মল্লিক লেন ● কলকাতা-১২

ত্যাগী	.....	৩৩
ভগবানের ছাতার তলায়	.....	৩৪
এসেছে বসন্ত	.....	৩৫
মিথ্যার জয়গান	.....	৩৬
ছবির অন্তরালে	.....	৩৭
দৃশ্য	.....	৩৮
ভক্তি	.....	৩৯
নদীর নাম নর্মদা	.....	৪০
স্থির পথ	.....	৪১
আগামী কালের আহ্বান	.....	৪২
প্রজাপতি	.....	৪৩
মধুমক্ষিকা	.....	৪৪
স্বচ্ছতা	.....	৪৫
নূতন দিনের অপেক্ষা	.....	৪৬
বিভুকৃপা	.....	৪৭
প্রচেষ্টা	.....	৪৮
প্রার্থনা	.....	৪৯
প্রেম	.....	৫০
সফল অধ্যবসায়	.....	৫১
মধ্যরাত্র	.....	৫২
মনচক্ষু, তৃতীয় নয়ন	.....	৫৩
আমরা মিলিত হই একত্রে	.....	৫৪
মা আমায় শক্তি দাও	.....	৫৬
আসক্তি	.....	৫৭
গুপ্ত	.....	৫৮
লক্ষ্যের দিকে	.....	৫৯
বন্দে মাতরম	.....	৬০

কবির কথায়....

আমি আমার কবিতাকে অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি মনে করিনা। এই কবিতাগুলি আমার চিন্তার স্রোত, ঠিক ঝর্ণার মিষ্টি জলের মতো যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, অনুভব করেছি এবং কখনও কল্পনা করেছি। এই ঝর্ণার জলের মৃদু শব্দ, আপনাদের কানে এবং মনে অনুরণিত হোক এবং আপনার হৃদয় স্পর্শ করুক! এটা আমার জন্য আশীর্বাদ হবে। আমার অভ্যন্তরীণ চিন্তার-প্রবাহিত ঝর্ণা বহুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হবে এবং প্রতিটি আত্মা স্পর্শ করবে। আবার একবার শুভেচ্ছা।

নরেন্দ্র মোদী, গান্ধীনগর
এপ্রিল ২০১৪

সূচিপত্র

যাত্রা	.....	৯
ভাগ্যবান চোখ আমার	.....	১০
ভেসে যাই আমি	.....	১১
আশিস	.....	১২
প্রেম পদাবলী	.....	১৩
ওঠ হে বীর	.....	১৪
আজ	.....	১৫
আমরা দুই সাথী	.....	১৬
আশা	.....	১৭
শীতলতা	.....	১৮
কাল বিপর্যয়	.....	১৯
যোদ্ধা জেগে ওঠ	.....	২০
ওঠ নিজের ভাগ্যকে রূপ দাও	.....	২১
এক বা দুই বিন্দু অশ্রু	.....	২২
এমন মানুষ	.....	২৩
উৎসব	.....	২৪
কারগিল	.....	২৫
ক্রিয়া	.....	২৬
গর্বের সাথে সত্যের সন্ধান	.....	২৭
সঙ্গীত এক নূতন দিগের	.....	২৮
গরবা—নৃত্য	.....	২৯
সঙ্গীত	.....	৩০
গোলাপের তোড়া	.....	৩১
হিন্দু বলে আমি গর্বিত	.....	৩২

আশিস

জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার সৌভাগ্য
কখন কেউ পারবেনা পৃথক করতে প্রেম থেকে আমায়।
কেউ পারবে না প্রবেশ করিতে সেথায়
যেখানে চাইব সেখানে উড়ব, বেড়াব।
সাগরের গভীরতা ভেদ করে
আমরা সূর্য হয়ে উদিত হব গিরি শিখরে
নিশিথের নিথর মুহূর্ত্তে
তারা ভরা আকাশে ভাসবো আনন্দে।
আমরা সবাই মরু মরিচিকা কান্তারের যাত্রী
এ দুনিয়ার জ্ঞানীরা আমাদের পাগল ভাবতে পারে।
তারা মিথ্যে বলছেনা, তবুও আমরা সত্যি
আমরা একটা মহাসাগর যা লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে।
বুদ্‌বুদ নই আমরা যে এক আকারহীন অর্ন্তহীন
নেই বেলাভূমি, সীমাহীন সমুদ্রের মধ্যস্থল।

যাত্রা

কল্পনার যাত্রা পথে
ভ্রমণ আমার অতল অতীতে
প্রতিটি মুখ দৃশ্য হল
কত স্মৃতি স্পষ্ট হল
প্রতিটি আহ্বান দেয় সহজ উত্তর
প্রতিটি প্রতিভা চেনা চেনা সমাজের।
কেউ থাকেনা লুপ্ত সবই প্রতিভাত
এটাই সত্য, শিব ও শাশ্বত
যে সাথি বিষম বেদনা প্রদায়ী
মন থেকে কি তা ভোলা যায়
এক সাথে মাথাপেতে সয়েছে, হায়
সেই সব পীড়া হয় যাত্রার পাথেয়।

ভাগ্যবান চোখ আমার

কনক বরণ ধরায় করিতে দৃষ্টিপাত
বিশ্বপিতার বরদান এ দুটি নয়ন মোর।
সবুজ ঘাসের গালিচা যখন রবিকর ধরে
চক্ষু মোর নিরীক্ষণ সেইসব রং ক্ষণিকের তরে।
সূর্যস্নাত আকাশে উন্মোচিত তপন কিরণ
দেখি ধরণীর মস্তকে স্বর্ণাভ আবরণ।
দেখি সেথা ভাবনার ইন্দ্রধনুর মত
সুউচ্চ গগনে প্রতিভাত যেন রঙ্গের আতসবাজি।
ভাগ্যের ফলে বহু জন্মের অতীতের স্মৃতি বিমোহিত
দেখি যখন চোখ তুলে হই বিভোর।
সাগর প্রকটে ছবি আকাশের বুকে
মাঝে লুকিয়ে যায় মেঘের আবরণে।
প্রতিবেশী বন্ধু সহোদরের সকল মমতা
আমার অন্তঃচক্ষু জ্ঞানচক্ষু পরখে তাদের।
গভীরতা কি ভেদ করতে পারে চক্ষু?
যে রহস্য আছে এ ধারায়।
তা হলেও আমার নয়ন অতি ভাগ্যবান
দেখিতে বিস্তৃত স্বর্ণাভ ধরণী।

ভেসে যাই আমি

কালো এক প্রচ্ছদে আঁকি এক সবুজ হ্রদ
দৃশ্যমান মধুমক্ষীকা জলের উর্দ্ধভাগে
আবার দেখি এক বৃক্ষের শাখা প্রতিভাত মধুমক্ষীকার পাশে
আঁকি আবার পূর্ণচন্দ্র আমার কল্পনার আকাশের বুকে।
নিলীমা মন্ডিত এই বিস্তীর্ণ আকাশ
চাঁদ করে শিতল জলরাশি আমার কল্পনার হ্রদে
ভাবান্তরে এক সূর্য সে আকাশে
বৈশাখের উত্তাপে সে আবার জ্বলে উত্তপ্ত হয় চিত্রপট।
তুলি মোর হয় শুষ্ক হস্ত মোর হয় কঠিন
প্রতিভাত হয় এক শবাধারে সুমীত শব্দ
হারিয়ে যায় রাতের স্বপ্ন তার সাথে হারায় রাতের দেখা স্বপ্ন
বাষ্পী ভূত হয় সব মিলিয়ে যায় ঘন কুয়াশায়।

আমরা দুই সাথী

আমরা দুই সাথী
গোধূলির আগমনে বিজনে আমি খুঁজি
নেই দেওয়া নেওয়ার ভাব নেই আপন পর
সারা দুনিয়ার উদারতা সব দান
প্রাপ্য আমাদের দুজনের
সম্মুখের সরল ও সংকীর্ণ পথে
নেই ঠেলাঠেলি নেই টানাটানি
প্রভাতের সোনালি কিরণে
আবিষ্কার করলাম এক ভগবত সত্তা
নেই জাতপাত সম্প্রদায়ের ভেদ
আমরা সবাই মানুষ
আমরা নিরীক্ষণ করি অখিলের জ্যোতিধারা
দেখতাম নিষ্পভ্র বাতি বা লণ্ঠন
এই দিব্য প্রভাতের আলোকের মধ্যে
আমরা দুজনে করব শাশ্বত সন্ধান

প্রেম পদাবলী

যে মুহূর্ত্তে আমি সচেতন হয়েছি
প্রেম তোমার সম্পর্কে
হিমালয়ের শান্ত পরিবেশে
দাবানল ছড়িয়ে পড়ল হৃদয় কন্দরে
যখন চোখ পড়ল তোমার উপরে।

পূর্ণেন্দুর উদয় হল অর্ন্তদৃষ্টির মধ্যে
চন্দনের গন্ধে ভরা, ফুল ফোটে গাছে
যখন আবার হল শেষে মিলন
ভরে গেল অতুলনীয় সুরভিতে প্রাণমন।

যুগলের বিচ্ছেদে বিগলিত হল তার প্রকাশে
জ্বালিয়ে দিল অঙ্গের শিরা প্রশিরা
ওই যে চন্দ্রমার রজত কিরণ
বুভুক্ষু আমার প্রেমের নগরে
ভুলে গেলাম নিজেকে অস্তিত্বকে
সেই প্রেমের জালে।

ওঠ হে বীর

শরীরের জীর্ণ আবরণ ঢেকে রেখে, মন খোঁজে
ঘুরে বেড়ায় বীর জেগে ওঠে, খোঁজে
বীরদর্পে, আকাশের আড়ালে আলোক সম্ভারে
সে যেন খোঁজে ভুলে, ঢাল হস্তে।
দেখায় বীরতা,
মহাদেবী নিশার্ধে জেগে উঠে,
কেউই কখনো পারেনি তার সাথে লড়তে,
যোদ্ধার করে জেগে ওঠে শক্তির দুর্বার আহ্বান।
যখন কৃষ্ণের রাণী রুক্মিনীর ক্রন্দন শোনা যায়
দ্বারকার রক্ষার্থে যাও অবিলম্বে,
রক্ষাকর দ্বারকার মান
সময়ের চক্র ক্ষিপ্র গতিতে করে ঘুর্ণন।
কৃষ্ণ করে সুদর্শন ঘোরে অচিরে
নেই হাতে মোহন মুরলী
যাও বীর কর সহযোগ
এই ধর্ম রণে।

আজ

আজ আর কাল বর্তমান ও অতীতের খেলা
এখানে সেখানে বর্তমান আর গতকাল
এ সব রিক্ত ভগ্নাবশেষও এক সুউচ্চ স্তম্ভ
সত্যি মনে হয়
যে নগরীর গলিতে নির্ভয়ে বেড়াতাম দুজনে
ছিলাম একা কিন্তু আমার সাথে ছায়া হয়ে
ঘুরতো আমার পাশে অতীত।
সত্যি ভুত হয়ে হরণ করেছিল সে প্রেতের ছায়া
সে কি অতীত?
সমবেদনার কালো আবরণ
গত হয়েছে নিবিড় আত্মীয়তা
তার সাথে বর্ত্তমানের শঠতা
সত্যি কি কোনও মানে আছে এই
জীবনের?

আশা

প্রত্যেক আশার কিরণ এক একটি কোদালের সমান
বার বার হাতে ধরে করিতে তিমির খোদন
কোদালের মান জানা যায় গঠন থেকে
প্রতিটি প্রহারে অন্ধকারের শাখা হয় নিশ্চিহ্ন।
একবার আলোকের রেখা স্পর্শ করে যদি জীবন চক্রকে
রবে না সামান্যতম কিছু তাকে চেনার কোনো চিহ্ন
এক এক আশার শিখা বিস্তারিত আজ
প্রবালের প্রভাসের বিচ্ছুরিত আলোক বর্ত্তিকা
আলোকের শিখা নিজস্ব শক্তিতে
দূর করে অন্ধকারের সত্তা।

যমজ শাণিত তীর আশা অভিস্সার
শুধু যে জানে সফলতাই তার একমাত্র লক্ষ্য
অটল সেই লক্ষ্যে এক নিষ্ঠ নৈতিকতা
যমজ নয় শুধু সফলতার দ্বারা
সঙ্কুচিত মন শুধু স্বার্থপরতায়
সে আলোক শিখায় ঝরে পড়ে সফলতার সাথে
যোদ্ধা প্রগতির পথে খোঁজে না ভাল মন্দ
কখনও করেনা দুঃখ জনতার নিন্দা প্রশংসায়
হৃদয়ে রামের ভাব ক্ষমা ও ক্ষমার সম্ভার
প্রগতির এ যমজ ঢাল সংকীর্ণ মন
স্বার্থান্বেষী কপট সততা হারিয়ে যায়
ধীরে ধীরে রাত্রির অবসানে।

যোদ্ধা জেগে ওঠ

হাল্কা পোষাকে ঘুমিয়ে থাকে শরীর
মন তার উড়ু উড়ু
সেই সময়ে যোদ্ধা জেগে ওঠে
আকাশ যখন ঝলসে ওঠে অগ্নি শিখার মত
যোদ্ধার যেমন হাতে বল্লম শোভাপায়
বল্লম হস্ত দৃশ্যমান শৌর্যের আয়নায়
লালসার দেবী রাতে চিৎকার করে
যে তার যত্ন নেয় হেরে যায় পরীক্ষায়
কিন্তু যোদ্ধা জেগে ওঠে পেয়ে তার আহ্বান
সাহসীই জানে সবথেকে বেশি
যখন রুক্মিণীর ক্রন্দন শোনা যায়
ক্ষীণ গতিতে ছোটে দ্বারকা রক্ষায়
ঠিক যোদ্ধা যোগ দেয় তুমুল সংগ্রামে
চক্রধারী চক্র হস্তে হন আবির্ভাব
ত্যাগ করেছেন আজ তিনি বাঁশী
ঠিক সেই সময়ে যোদ্ধা লড়তে থাক সৈনিক
তার সংগ্রাম জারি থাকে মানবতার রক্ষার জন্য
কলঙ্কের দাগ মুছতে
পৃথিবীকে মুক্ত করতে।

শীতলতা

একটি হৃদয়ের শীতলতা একটি অসুস্থতা যা অন্যের মত নয়
শ্বাসের বাইরে, গভীর, একে অপরের জন্য একটি অগভীর অভিশাপ।

তরু হয় শুষ্ক, শেষে মৃত্যু করে বরণ
কোকিল নিরব হয়ে যায় এক শুষ্ক ভাঙ্গা ডালে বসে,
অন্যমনস্কতা, আন্দোলন, পশ্চাতাপ গ্লানি, দমবন্ধ, সুগভীর, সুশীতল
সংকীর্ণ সে পথ প্রেমহীন, আশাহীন, নেশাহীন, বিষণ্ণ
চোখের জলের করনি বর্ণনা, মৃদুহাস্য শানিত খড়্গে
নিঃশ্বাসের বাইরে, গভীরতার বাইরে, ঠাণ্ডা মানুষটি প্রেমের জন্য হাঁপায়।

কাল বিপর্যয়

একদিন যে নদীর নাম ছিল দয়াবতী
সত্যি যেন অসহায় প্রথম উন্মাদ
যুবতী সুলভ আজ কেন দেখতে
লাগে গর্জে ওঠা সিংহিনীর মত
দাঁত খিঁচিয়ে প্রতিবন্ধকতা হারিয়ে
তার ক্রোধ উজাড় করে দেয়
কুপিত বদনের নাসারন্ধ্র থেকে বর্ষিত হয় দাবানল
মুছে ফেলে পথে যেতে যেতে
এ নদী এক দিন যা প্রশান্ত সরল জীবন প্রদায়ী
হয় না ত প্রত্যয় তার এই উগ্র রূপ?
সমগ্র জনবসতি ধুয়ে নেয় তার করাল স্রোতে
ভাসমান মৃতদেহ তার খরস্রোতে
জীবনের অন্তিম চিৎকার।

উৎসব

ঘুড়ি উৎসবের আসর ভিড়ে গেছে হারিয়ে
আকাশের দিকে তাকিয়ে হাতে ধরা ঘুড়ির সুতা
পা আমার মাটিতে আটকে আছে সারা আকাশে উড়ছে ঘুড়ি
ভাবনায় ডুবে ভাবে বিহঙ্গ দৃষ্টিতে আজ
সারা আকাশ রঙ্গে ভেজা
মনে হয় যেন এক যুদ্ধ সজ্জা
অন্য ঘুড়ির সাথে আনন্দে নাচে
গাছের মাথায় বাতাসের সঙ্গীতে হারিয়ে যায়।
বৃক্ষের শাখা তাকে পারেনা ছুঁতে
খেলতে থাকে ঘুড়ি আকাশে লাফাতে লাফাতে
এই ঘুড়ি আমার শিক্ষক
অথবা আমার পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র
সবারে দেয় মহত জ্ঞান
ছিঁড়ে গেলে একবার যায় হারিয়ে
পায়না তাকে সবাই খুঁজে
হোক ধনী বা গরীব
নেই ছোট বড় ভেদ বিচার।

ওঠ নিজের ভাগ্যকে রূপ দাও

আজ মা বসুধাকে সবাই চায়
সমস্ত মানব জাতি মিলেমিশে এক হয়
একে উৎসব পালনের অবকাশ মনে করে
এসো তাঁর জয়গান করব তাঁকে উৎসাহিত করব
সকল শত্রুর বিনাশ
সোনালি প্রত্যুষে উঠে একত্রে বাঁচবার স্বপ্ন
মাটি মা আহ্বান করেন ঠিক এক যোগীর মুদ্রায়
এবং সাত্বিক অন্তরে আজ সমাজের মুখ বদলে যাচ্ছে
আমরা অন্তর থেকে দেখলে সেই গন্ধই পাবো
মাটি মা তোমার হৃদয়কে খুলবে তোমার কপালে
আশিষের স্পর্শ দেবে শুধু একটা অলস দোলায় বসে
আলস্যের দোলা নেই এই নতুন পথে এসো আমাদের সাথে এসো
ভবিষ্যতের স্বপ্ন সব সারি বেঁধে চকচক করছে
জন্মমাটি আমাদের এগিয়ে যেতে পথ দেখাচ্ছে
এটা দুর্বলের পথ নয়, অস্থির হৃদয়ের পথ নয়
ইহা চিরকাল আমাদের বীর সন্তানদের ভূমি
গগন চুম্বি জয়গানের চিৎকার
মাতৃভূমির জয়গান হবে সর্বত্র প্রতিধ্বনিত।

এক বা দুই বিন্দু অশ্রু

এক ফোঁটা বা দু ফোঁটা অশ্রু বেঁধে দেয় বন্ধুত্তের সেতু
মুছে দিয়ে ওই এক ফোঁটা বা দু ফোঁটা অশ্রু
এক বেদনার্ত ভরা চোখের ভিতরে
জমাট বাঁধা অশ্রু যা পাথরের থেকে অধিক কঠোর
ছিঁড়ে যাওয়া তার নীরব সেই বেহালার
হিম বায়ু হয় উত্তপ্ত
শুধু এক ফোঁটা বা দুই ফোঁটা অশ্রু চোখের মধ্যে ঝলসে ওঠে
ভেঙ্গে যাওয়া কাঁচের টুকরো গুলো কেউ কি কুড়ায়?
তার জন্য সূচনা সেই তার জন্য দুঃখ নেই
কেউ কখনো জলের স্রোতে ছবি আঁকতে পারে?
শুধু এক ফোঁটা বা দুই ফোঁটা অশ্রু চোখে ঝলসে ওঠে
পুষ্পে রঞ্জিত পথ কাঁটার শয্যা হয়ে যায়
পাখির কুজন নীরব হয়ে যায় ওই নির্জন কাননে
শুধু এক ফোঁটা বা দুই ফোঁটা অশ্রু চোখে ঝলসে ওঠে।

এমন মানুষ

সে এমন মানুষ অপেক্ষা করে তার পালার জন্য
কিন্তু সে ও নীরব থাকে যখন অন্য
কারো শব্দ শোনা যায়
তেমন লোক সব সময়ে হুঁশিয়ার থাকে।
যেমন সত্যি চলে খুরের ধারে
আমরা ওদেরকে বলতে দিইনা
যখন বলার থাকে
তারা নীরব থাকে।
ঠিক উত্তপ্ত লোহার মত ভিতরে টগবগ করে ফুটতে থাকে
কেউ কখনো তোষামদে ভোলেনা
ঠিক সময়ে বলে দেয় অথবা নিরব থাকে।
যখন অন্যদের শব্দ শোনা যায়
যখন কারও নিন্দা হয়
তখন নীরব থাকাটা পাপ।
যে সত্য বলে সে সর্বদা ক্ষমণীয়
পাদপের শাখা বাতাসে দোলে
চিরন্তন প্রকৃতির কোলে খেলে।

সঙ্গীত এক নূতন দিগের

কত পরে ধূলো ওড়ে গোধূলি বেলায়
হয় শ্বাসরুদ্ধ অস্তগামী সূর্য
বহু দূর দ্রুত শ্বাস ভেদ করে যায় সূর্যের শীত সকালে
মধ্যাহ্ন কিরণ তরল করে কালো পিচের পথ
শুষ্ক ক্ষেত্রে সৃষ্টি করনা ফাটল
ক্ষান্ত হও কারো নরম পায়ের রক্তের শোষণ থেকে
আমাকে গাইতে দাও তাম্রপাত্রে
প্রতিফলিত শীতল রশ্মি
জল নিয়ে যখন আসে নারী
গান করি আমি ঝরে পড়ে স্বেদ বিন্দু ভেজায় ধূলো
নারী শ্রমিকটি প্রখর তাপে থাকে কর্মরত
আমাকে গান করতে দাও
তার সুপ্ত শিশুর পাশে করতে প্রশমিত
উড়তে থাকা ধূলো তার পাশে

আঁকতে চাই আমি প্রতিচ্ছবি এ সব দৃশ্যের
আঁকতে চাই আমি ছবি এক নতুন দিগের
দিতে প্রেরণা ক্ষিপ্ত উন্নতির
সেই ক্ষুদ্র ধূলো কণাদের
যারা হাঁটছে পা তাদের মাখন সম নরম
তাদের রক্তে ভিজে লালে লাল হোক এই ধরা
গাইতে চাই গান মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত রবির
তুমি শুধু অপেক্ষা কর তুমি দেখবে
উত্তপ্ত শাণিত অসংখ্য শিশুদের সিক্ত করে ধরণী
ধারা হয়ে বয়ে যায়
তাই শান্ত হও নির্দয়ে বধিবারে কারে
আমি চাই গাইতে গান এক নূতন দিগের
যেখানে শুধু উন্নতি বাস্তবিকতার।

কারগিল

আমার মনে পড়ে কারগিলের সরলতা কে
বহু পূর্বে দেখেছিলাম ব্যাঘ্র গিরি শৃঙ্গ এক
উত্তুঙ্গ পর্বত শিখর শুভ্র গিরি রাজ
ভরে থাকে যেথা নীরবতা, নির্জনতা
আজ কিন্তু প্রতিটি গিরিশৃঙ্গে বরফের হাট
গর্জন করছে প্রতিধ্বনি হচ্ছে
ঘন ঘন গোলা গুলি বোম বিস্ফোরণে
ঠিক টকটকে জ্বলন্ত কয়লার মত
বরফের ওপরে প্রতিটি বীর সৈনিক
আমাদের ছড়াচ্ছে শস্য বীজ ঠিক এক কৃষকের মত
যাতে আমাদের ভবিষ্যত শুকিয়ে না যায়
যে ক্ষেত্র রঞ্জিত মানবের রক্তে
আমি দেখি সৈনিকের চোখে শত শত স্বপ্ন
ঠিক যেন ভ্রুলতায় দোলায়মান মৃত্যুর দেবতা
আমি অনুভব করি মৃত্যু দেবে যমরাজ সেখানে উপস্থিত হয়ে
বীর সৈনিকের বীরত্ব মহিমা মাতৃভূমি প্রেম
বরফ গোলিয়ে বয়ে যায় ঝরণার ধারা
আমি শুনি বীরত্বের জয়গান সেথা
সুজলাম সুফলাম মলয়জ শীতলাম শস্য শ্যামলাম
আমি ঠিক অনুভব করি সঙ্গীতের ভাব
জয় ভারত মাতা আমি তোমার পায়ের তলায় মাথা নত করি।

ক্রিয়া

আমি একজন প্রকৃত মানুষ কাজের মানুষ
যখন আমি লিখি রচি এক বাক্যময় বৃত্ত
আবার করি তাকে বর্গক্ষেত্র সম
কাঁচের শব্দ গুলি মার্বেলের মত মসৃণ
রঙ্গীন সব শব্দ
সেই শব্দ গুলি সত্যের ঠিক অশ্রুর
ওই সব সৃষ্টি করে শেষে এক বাক্য
ঠিক তার পাশে থাকে বিশেষণ
ঠিক লক্ষ্মণ রেখার মত
ঠিক সূচনা দেয় সে রামের মূর্ত্তি
বিশেষ্যদের সাথে অবিরাম খেলতে থাকে খেলা টিক টাক টো
ক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আঁকি অসীম বৃত্ত।

গর্বের সাথে সত্যের সন্ধান

কাকের দ্বারা ক্ষত হন তারা
যারা মিথ্যাবাদী
সত্যি কি এরা দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে সত্য বলেন?
সত্য আমাদের স্বাভিমান আমরা পোষাক পরিধান করে থাকি।
আমরা সত্যকে পরিধান করে থাকি গর্বের সাথে
কিন্তু তাকে আমরা যোয়ালের মত আমাদের ঘাড়ে বয়ে থাকিনা
তুমি যদি সত্য না বল সমাজ তোমাকে বিদ্রুপ করবে
একটি ক্ষুদ্র বিহঙ্গ তার ঠোঁট দিয়ে তোমাকে বিদীর্ণ করবে।
বদ ব্যক্তির দ্বারা প্রচারিত সংবাদ সকালে ছড়িয়ে যায়
কালো সূর্যের মত সত্যের থেকে আবার সত্যের জন্য সংগ্রাম
আমরা আমাদের যাত্রায় মিলিত হই এক স্তিরীকৃত পথে চলি
অনুগামীরা আমাদের পেছনে অনুগমন করে থাকে।

হিন্দু বলে আমি গর্বিত

আমি গর্বিত আমি একজন মানব এবং আমি হিন্দু
হিন্দুর সফলতা আমাকে দেয় অফুরন্ত আনন্দ
অনন্ত বারিধি, বাইরের জীবনের দুঃখের বিনিময়ে
চাইনা আমি শান্তি
প্রতিবেশীর, সুখ বৃদ্ধিতে আমার আনন্দ
ওই বন্ধুর সাথী হতে আমি চাই
যার হৃদয়ে ভরে রয়েছে দেশভক্তির ভাবনা
যখন নর্মদা বয়ে চলেছে
শরীরের রক্ত সম, তখন মনেকরি
কুসুমের পাঁপড়িতে শিশিরের বিন্দুসম
আমি গর্বিত আমি একজন মানুষ, আমি একজন হিন্দু

চোখ দুটি ছোট ছোট মনে হয়
কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি অসীম
ধর্মের নামে সংকীর্ণতা সৃষ্টি আমার পথ নয়
আমার শিক্ষার ধারা ভিন্ন
অগণিত সূর্য তারা আকাশ ও নক্ষত্রমালা
আমার মনের আকাশে আমি একটি চাঁদ
আমি গর্বিত আমি একজন মানুষ, আমি একজন হিন্দু।

গরবা—নৃত্য

গুজরাটকে চিনতে হলে নিশ্চিত জানতে হবে
গরবা নাচ গান
আমাদের সংস্কৃতির সম্ভার আমাদের শক্তি
যা নাড়িয়ে দেবে, আন্দোলিত করবে আর জানবে তোমাকে
শশী সূর্য আর সকল ঋতু একত্র
এই গরবা নৃত্যে।

গরবা নৃত্যের এক দিক যেমন দিবস অন্য দিক রাত্রি
আমাদের সংস্কৃতি আমাদের প্রকৃতি
আমাদের গরবা নৃত্য।

বাঁশির সুর ময়ূর চন্দ্রিকার স্পর্শ
আমাদের শরীর আমাদের আত্মা গরবা
জাতির পরিচয় এই গরবা নাচ
ত্যাগ ও কর্ত্তব্যের চিহ্ন গরবা
নর্তকীর ফুলে সাজানো শয্যা গরবা
সত্য গরবা সব কিছুই গরবা
গরবা সতেজ সিঁদূরের টিকা
মাতৃদেবীর সিঁথিতে।

সঙ্গীত

সঙ্গীতে লুকিয়ে থাকে বিহঙ্গের পালক
কোকিলের স্বর শোনা যায়
ধরণীর আত্মা এক ডানায়
অন্যটি আকাশের জ্যোতি
কাগজের ওপর আঁকতে পারে চিত্র
সূর্য বা পূর্ণচন্দ্র
আমার কাগজে ফুলেভরা বৃক্ষ
সে বৃক্ষ ভরা কিশলয়ে
আত্মীয়ের স্মৃতির জন্য
রাখি আমি গিরিকে ভিজিয়ে
যেমন বসন্ত ধরাকে
এক প্রান্তে মরু অন্যদিকে সমুদ্র
ঠিক ওপারে নদীর মিশ্রণ
কণ্ঠ আমার শুকিয়ে যায়
পিপাসা আমার মেটেনা কখনো
আকাশকে কাঁধে বয়ে
বসে থাকি মাতৃভূমির কোলে।

গোলাপের তোড়া

দেখ ওখানে সুগভীর গর্ত
ঘৃণা আবর্জনায় মানুষের তৈরি এ গর্ত
আমি হতে চাই এক সেতু
অন্তরে প্রেমভাব নিয়ে
মানব গোষ্ঠির সমূহ কল্যাণে
এক সুন্দর অদ্ভুত মুহূর্ত্তে
নর্দমায় গড়িয়ে গড়িয়ে তার মধ্য থেকে ফুটেছে গোলাপ
জন্ম তার কভু হবে না ব্যর্থ
নর্দমার সমস্ত জঞ্জাল সরিয়ে
আবিষ্কার করি আমরা গোপালের তোড়া।

মিথ্যার জয়গান

তুমি যখন বল জল কে পাথর বা পাথরে জল
তুমি বল বাদল বা আকাশের ভাঁজ?
তুমি যদি বল দিবসকে রাত্রি বা বসন্তকে হেমন্ত
এবং সমগ্র সমুদ্রকে মরুভূমি বলে
তেমনিই বলতে পার জীবনকে মৃত্যু বলে
এটা শুধু তোমার বাক্যের ভ্রম
তোমার স্বাগত করা যেতে পারে
সত্যের সঙ্গে করতে চুক্তি
নিরবে নিয়তি তাকিয়ে আছে
সত্যি মিথ্যা বিচার করবে।

ত্যাগী

ত্যাগ কর গ্লানি আর শরীরের শোক
ত্যাগ কর বস্তুবাদী চিন্তা মুক্ত হও শোক বন্ধন থেকে
ভেঙ্গে দাও সমাজের দুর্গ, এ আবদ্ধ পিঞ্জর
ত্যগকর বৃথা বিভোর বিলাস
রাতভর সারা বিশ্ব জুড়ে
নিরন্ধ্র অন্ধকারে বার্ত্তআলাপ করে চল একা
বন্ধ কর ভাষণ ভুলে যাও তার অর্থ
ভেঙ্গে সমাজের বাধা বন্ধন মুক্ত হও
প্রতিবেশীদের কোন খেয়াল নেই
তারা সেখানে থাকুক বা না থাকুক

এই সংগ্রাম ছেড়ে দাও, ঢেকে নাও নিজেকে কোমল কম্বলে
সেই জীবন পথে।

ভগবানের ছাতার তলায়

সফলতার পদে পদে অহংকার বিদ্যমান
বিফলতার সাথে সাথে আমরা আশা করি কারও দয়া
এই দুয়ের মধ্যে আছে মুক্তি
যা আমি আশা করি
ভীরুতাই আমার শত্রু
দৈন্য আমার সাথী হয়না।
অনুগ্রহের পূর্ণতা নিয়ে
বেঁচে থাকার মাধ্যমে
আমি মৃত্যুর আলিঙ্গনকে
স্বাগত জানাতে আকুল
ভগবানের ছাতার তলায় এক ছাত্রের মত
আমি ক্রমাগত অধ্যয়ন করি
সফলতার পদে পদে অহংকার বিদ্যমান
বিফলতার সাথে সাথে আমরা আশা করি কারও দয়া
এখানে আছে অপবাদের সাগর
আছে প্রশংসার মধু-মিষ্টি বক্তৃতা
দুটোই অকেজো ক্যাম্প
দুটোকেই উপসাগরে রাখা হবে

আমি যুদ্ধভূমিতে প্রার্থনা কারি
আমার পা হাতগুলো যেন না কাঁপে
সফলতার পদে পদে অহংকার বিদ্যমান
বিফলতার সাথে সাথে আমরা আশা করি কারও দয়া।

এসেছে বসন্ত

শেষ ই আরম্ভ ই শেষ
শরৎ ঋতুর হৃদয় গাইছে আসছে বসন্ত
ষোল বছর বয়স কোথাও না কোথাও কোকিলের গান
প্রজ্বলিত কমলা পলাশ প্রেমের বৃক্ষ
মনে হয় গরিবের মত কিন্তু লুকায়িত আছে অপরিযাপ্ত ধন
শরৎ ঋতুর হৃদয় গেয়ে ওঠ আসছে বসন্ত
আজ চমকে ওঠে জঙ্গল ঠিক যে এক বিবাহ উৎসবের মত
প্রতিটি বৃক্ষ সেজেছে প্রজ্বলিত দীপের মত
দিতে আশীর্বাদ আসছেন সাধুসন্যাসী
শরৎ ঋতুর হৃদয় গেয়ে ওঠ আসছে বসন্ত।

নদীর নাম নর্মদা

আমাদের আদরের নর্মদা নদী
নয় শুধু এক সামান্য নদী
সন্তানেরা প্রণতি জানায়
যুগে যুগে রীতি এটাই
শাস্বত তার ধারা সকল হৃদয়ের
কারো বা জীবন রেখা সমগ্র সৌরাষ্ট্রের

ভাগ্যরেখা জনতার সমগ্র
গুজরাটের তালুর ওপরে
মানে তাকে সবাই একতার দেবী
ভাবে সাদরে সে জল দান করে
শত্রু মিত্র কেউ নেই তার সব সয়ে নেয়
যারা তার জল দূঃষিত করে
সন্থ কবীর তাকে পাহারা দেয়
নর্মদার সুপুত্র গান্ধী, মুনসি
সর্দ্দার পটেলের চোখে নর্মদা এক চমক
যা গুজরাটের পরিচিতি
নদী নয় তুমি জননী আমাদের
মহাদেবী তুমি গো মাতা
উজাড় করে দিয়েছ বর সন্তানে তোমার
মাগো প্রণমি চরণে তোমার।

ছবির অন্তরালে

আমার শরীরে দেখ যে ছবি
কিন্তু ওই পোষ্টারে আমি আছি
অথবা নেই এটা এক আজব বিচার
ছবি নয় আত্মাসম ভেজে না জলে কভু
অথবা পোড়েনা আগুনে কখনো
যখন এটা পোড়ে বা ভিজে তা শুধু ছবি
করিনা প্রচেষ্টা কখনো
খুজতে ছবিতে আত্মাকে
ধ্যান মুদ্রায় থাকি যখন
সব ভেসে ওঠে কল্পনায় আমার
আমার পরিচয়ই আমার কর্ম
কর্ম যা জীবন সংগীত

যাতে আছে স্বর লয় ও গানের সুগন্ধ
আমার কর্ম শোভা পায় ছবি বাঁধানোয়
তোমার চোখে পড়ার জন্য
বিনা কারণে সিক্ত হয়ে
এবং তুমি অনুভব কর আমার পবিত্র প্রেম
এই ছবিতে নয় কিন্তু সুগন্ধে
তুমি আমায় পেয়ে থাক আমার পরিশ্রমের স্বেদ
আমি বিশ্রাম করতে থাকি যোজনার স্তূপে
আমার স্বর এক বিলাপ, এখন যা তুমি দেখতে পারছো
তা তোমার নিজের প্রতিফলন, আমার চোখে।

দৃশ্য

বাগানে, আসলে একটি বন
একটা গাছের নিচে বসে আছি
এই সবুজ ঘাস বাতাসে দোল খায়
প্রজাপতি যেমন তাদের ডানা ঝাপটায়
দেখতে খুব দ্রুত কালো মৌমাছি
তার নিজের গুঞ্জনে ফুলের নির্যাস থেকে পান করা
এসব উড়ন্ত দৃশ্য গুলি
চোখের সামনে খুবই সহজ
সন্ধ্যা নামলেই আমার মনের
চোখের ভেতরে একটি গাছ
সম্পূর্ণরূপে খোলে অন্ধকারে
তারার মতো ফুল ফোটে
প্রজাপতির ডানায়
আমি হাওয়ায় ভাসি
উজ্জ্বলতায় চকচকে জোনাকির মত
আমার সাথে কথা বলে
একটি প্রাণভরা গান আমি গাই
সবার ভালোবাসা পাচ্ছি
এই সবুজ ঘাস বাতাসে
দোল খায় আমার বন বাগানে।

ভক্তি

আমরা দেখি শরীর তার সব কর্ম করে
আমরা অনুভব করি মনের যোজনা
কিন্তু ভগবত পথ শাশ্বত, অদ্বৈত ও সত্য
আমার ভগবান স্বয়ং সীতা রাম
শাশ্বত বীণার রাগিণী সর্বদা অস্পষ্ট
আমার হৃদয় স্পন্দিত হয় একটি শব্দে
শুধু তোমার পবিত্র নামে
মনের যোজনার আবশ্যক হলে
শরীর করে নিজের কাজ আমার
সমস্ত ভাবনা জন্ম মৃত্যুর সীমা লাফিয়ে
আমার দৃষ্টিতে দেখি আমার পৃথিবী ছোটে নীরবধি
আমার ভাবনা অযোধ্যায় থাকে
আমার কণ্ঠে রঘুপতি রাঘব রাজারাম
মানুষ মনে যোজনা করে শরীর করে তার কর্ম।

মধুমক্ষিকা

প্রত্যেক কর্মে আমি অনুভব করি এক মধুমক্ষিকাকে
এমন কি প্রচণ্ড শীতের সূর্যোদয়ে অনুভূত হয়
বৈশাখের তাপে আমার অন্তরে
মধুমক্ষিকা সম উড়ে বেড়ায় ফুলে ফুলে
সর্বত্র বসে যদিও থাকেনা কোথাও
ফুলের ওপরে বসে শুষে নেয় মধু
হারিয়ে যায় তার সুগন্ধে
আমি কখনো কখনো মধুমক্ষিকার মত অনুভব করি
যেখানে বাগান সেখানেই মূর্চ্ছনা
রং বেরং এর সাজসজ্জার মঞ্চ, আমি কখনো
হাঁটি না ধরাবাঁধা পথে, আমার পথ খুব সুন্দর
তুমি ফকীর ভিখারীকে দেখ সে কত
উদাস কত বেপরোয়া
মাঝে মাঝে নিজেকে মধুমক্ষিকার মত অনুভব করি
সমস্ত স্বাধীনতার মধ্যে অনেক প্রতিবন্ধক
আমি তাতেই তৈরী করি পাথরের সিঁড়ি লঙ্ঘিতে উঁচু পাহাড়
আমার প্রভু সদা আকাশে আমি সবাইর সাথী
নিজেকে অনুভবে মধুমক্ষিকার মত।

স্থির পথ

সূর্যদেব আমার প্রিয় দেবতা
হাতে ধরা শত অশ্বের রজ্জু
সারা আকাশ ঘুরে বেড়ান নির্দ্দিষ্ট পথে
পাশে পড়ে থাকে অব্যবহৃত চাবুকটি নীরবে
অথচ সূর্যের গতি সব সময়ে নিয়ন্ত্রিত
দ্রুত পদক্ষেপ নিরাপদ অশ্বরা
রথে আছে শুধু মমতার স্পর্শ।

আগামী কালের আহ্বান

পৃথিবীর ভীষণ গর্জন আকাশের বিকৃত চিৎকার
ভুলে গিয়ে পথের প্রকৃত দিক
আহ্বান সময়ের ঠিক অর্জুনের
মানুষ বিক্রি হয় খাঁচায়।
মানবিকতা পরিণত হয় দানবতায়
রণ ভেরির তীব্র ধ্বনী
গলি রাস্তায় ছুটছে অস্ত্র হাতে
অহংকার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়
সমস্ত স্বপ্নদের হত্যা কর
শুধু একটাই আহ্বান শুধু একটাই ডাক
মিলনে সাম্যের নম্র নিবেদন
একতা ক্ষুন্ন হয় সংবিধানের দ্বার রুদ্ধ হয়
শুধু ছেড়ে যায় প্রতিহিংসা পৃষ্ঠ দেশে
অজস্র অশ্রু বয়ে যায়
সর্বত্র অন্ধকার ঢেকে যায়
শুধু একটা ডাক একটা আহ্বান
ক্ষুধার্ত শরীর ভগ্ন মন
মানুষের ওপর মানুষের ক্রোধ, বিদ্রুপ, সংগোষ্ঠি
নেই ভাবনা নেই চিন্তা শুধু কাজ
শুধু ভেঙ্গে দিতে প্রাচীর চোখ সব
জ্বলন্ত কয়লার মত
শুধু একটা আহ্বান একটা ডাক
সর্বস্ব হারিয়ে স্বপ্নের সন্ধানে
বাস্তবের কথা ভেবে বাঁচার জন্য
ভুলেছে অতীত হৃদয় খুলে

দিগ বলয়ের দিকে বিস্তার করেছে
আজ আমরা ডুবে যাওয়া মানুষটিকে
উদ্ধারের জন্য বদ্ধ পরিকর এক জন
অন্যের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব
এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে আহ্বান দেব
শুধু একটা আহ্বান একটা ডাক।

প্রজাপতি

কুসুমের ওপরে শোভা পায় ক্ষনিকের তরে
শুষে নিয়ে মধু উড়ে যায় নিঃশব্দে
বাস জলাশয়ে ভাসে কি ভঙ্গিমায় দেখ একবার
প্রত্যুষের নরম কিরণে লাগে চমকদার
কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি করে উড়ে পালায়
প্রজাপতির জীবন বিচিত্র
জন্ম মৃত্যু জীবনের স্মৃতি
বন্ধন ছিন্ন হয়না সহজে
সমুদ্রের রঙ্গে হারিয়ে যায়।

প্রচেষ্টা

সময় এলে হয়ত আমার দৃষ্টি শক্তি কমে যেতে পারে
কিন্তু আমার দূরদৃষ্টি অটুট থাকবে
আমি সর্বদা দৃঢ় থাকবো গিরি সম অচল অটল
বাক্য মোর আদৌ নয় রঞ্জিত বা চিত্রিত
বক্তব্য আমার সুস্পষ্ট নাভি থেকে উৎভব
আমি এই ভূমি কে প্রাণাধিক প্রেম করি
নীরবে গাই মিলনের গান
সময় আসতে পারে আমার দৃষ্টি শক্তি কমিয়ে দিতে
কিন্তু আমার দূরদৃষ্টি অটুট থাকবে
আমার প্রত্যেকটি কর্মে রয়েছে ভগবত কৃপা
যে কখনো ত্রুটি করে না
নেই কোনো ভয় ভ্রান্তি
আমার সমস্ত কর্ম আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত
সদা যা মানবোচিত
সময় আসবে আমার দৃষ্টি কমিয়ে দিতে পারে
কিন্তু আমার দূরদৃষ্টি অটুট থাকবে।

স্বচ্ছতা

গোলক ধাঁধায় নীরবতা প্রতিপদে
যেমন একজন দোষীর ক্রুরতায়
আমি কখনো বিশ্বাস করিনা
সবসময়ে স্বচ্ছতা ও তরল স্রোতকে
আমি কখনো অবিশ্বাস করিনা
মরুভূমিতে জলের কাল্পনিক উদাহরণ সব প্রহেলিকা
তাদের আমি বলতে পারি না
অন্যায়ে আমি ভ্রুলতা কুঞ্চন করি
ন্যায়ের থেকে নীরবে হেরে যাওয়া এক মানুষ
কখনো লজ্জাবোধ করেনা।

নূতন দিনের অপেক্ষা

উত্তাল আকাশে, পাথুরে সূর্য উদিত হয়
সারাদিন পাট-কাপড়ের মতন মোটা ও রুক্ষ
শুষ্ক বায়ু চুম্বন দেয় পায়ে
আতি নির্দ্দয় ভাবে চাপ দেয়
রুগণ সম সন্ধ্যায় কাশে
সায়াহ্নে অসহায় সম পড়ে থাকে
গড়িয়ে পড়ে অন্ধকার গালিচার ওপর
সারা রাত সূর্যমুখী অপেক্ষায় থাকে
দেখতে সকালের সূর্যালোক
ফুটবে সে রবি করিণ লভি।

বিভুকৃপা

হে প্রভু আমার সত্তা এই বিশ্বের
কাউকে শান্তি দিক বা নাই দিক
আমি কিন্তু তোমাকে কখনো অশান্ত করব না
আপনার কৃপায় কাঁটাও ফুলে পরিণত হয়
আমি যখন বৃষ্টিতে ভিজে যাই
তুমি সেই সময়ে আমার কাছে আসো
সূর্যের কিরণ সাথে নিয়ে
ঋতু চক্র আসে যায়
আবার ফিরে আসার জন্য
কিন্তু আমার হৃদয়ের ঋতু চক্র শাশ্বত বসন্ত
আপনি আমায় এত দিয়েছেন
আমার চাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই
নিজেকে বা আপনাকে কি করে আনন্দ দেবো?
আমার জন্য কোনটা কর্ত্তব্য আর কোনটা নয়?

মধ্যরাত্র

মধ্যরাত্র খুলে দেয় হৃদয়ের দরজা
সত্যি যেমন কোকিলের কুহু তান ছড়িয়ে পড়ে
আমরা কিন্তু নীরব থাকি যখন নীরবতা ভেঙ্গে
প্রাচীরে প্রতিধ্বনী হয় অন্ধকার ঢেকে দেয় মন আত্মীয়তা
যদিও সে চায় জল সম বয়ে যাওয়ার জন্য
আশা হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে বিছিন্ন করে দেয়
কিন্তু আমরা নির্বাক থাকি যখন নীরবতা ভাঙ্গে
প্রাচীরে প্রতিধ্বনি হয়
ভিতরের যন্ত্রণা শুধু আমারই জানি
কোনো সাথী থাকে কি দিতে সন্ত্বনা
এই ভাবাবেশ সৃষ্টি করে রুদ্ধ দ্বারের পিছনে সৃষ্টি হয়
মনের মধ্যে নিরাশার তীব্র ভাবাবেশ
কিন্তু আমরা নীরব থাকি নীরবতা
ভেঙ্গে প্রাচীরে প্রতিধ্বনি ছড়ায়।

প্রার্থনা

প্রতিটি ভিড়ে, প্রতিটি সমাবেশে
আত্মীয় স্বজন, বন্ধুরা এত প্রিয়
আমি দুবাহু তুলে
স্বাগত জানাই উষ্ণ আলিঙ্গনে
আমার দ্বার দেখে স্বাগতিকা লেখা
সত্যকে স্বাগত
হোক সে ছলনায় ভরা অজ্ঞাত জন
দিই তারে আরাম নির্বিচারে
যে দিকে তাকাই আমি শুধু দেখি সত্য, সযত্নে
সেবা করি এমনকি আমার সমালোচকদের
গুজব ও প্রতারণা, আমি তাদের ঝেড়ে ফেলি
সৌজন্য এবং ভালো বিচারের সাথে
মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে জীবনকে
বিপথগামী করা উচিত নয়
প্রকৃত সত্যকে পেতে
একটি ক্ষমতা যা ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন
প্রত্যেকের সত্য প্রত্যেকের থেকে ভিন্ন
হতে পারে এবং এটাই বাস্তব
আমি আমার সত্যে অটল থাকতে চাই
কারণ সত্য আমার কাছে সূর্যের মতো
আমি প্রতি মুহূর্ত্তে প্রার্থনা করি
যাতে আমার জীবন হয়ে উঠতে পারে গায়ত্রী মন্ত্র।

প্রেম

আমার এই প্রেম যেন তরল শিকলের মত
যতই চেষ্টা করা হোক না কেন বাঁধা যায় না
যদি কেউ এমন প্রতিশ্রুতি দেয়
যা আমি পছন্দ করিনা
তখন সেই সম্পর্কের মধ্যে
হৃদয় বিকশিত হতে পারে না।
রাতের শিশিরের মতো জমে থাকা ভালোবাসা
কখনই ধরা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়।
সূর্যের রশ্মি কখনো মুঠোয় ধরে রাখা যায় না
প্রবাহিত বাতাস কখনও খাঁচায় বন্দী হয় না,
এই প্রেম যে মেঘের মতো বহু রূপ নিয়ে
কখনো ধরা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়।
কুয়াশা আসবে কুয়াশা যাবে,
সূর্য তার উপরে ভাসছে অবজ্ঞার সাথে
সত্যি যেন রাজহংসী আমার প্রেমের সাগরে :
নিরাকার, এটি একটি মুক্তার হারের মধ্যে গাঁথা যাবে না

সফল অধ্যবসায়

প্রচেষ্টা আমার জয় করার উতুঙ্গ শিখর
আমার যাত্রা শেষ হয়েছে কয়েকটি পাথরে
সচেষ্ট আমি সৃষ্টি করতে প্রমোদ উদ্যান
পেলাম আমি কন্টকিত গুল্ম উপবন
ভেবেছিলাম নদীর জল পার হতে
হাঁটু জলে
কিন্তু হায় ফেনায় ভরা গহ্বরে ডুবলাম
উষ্ণ তপন কিরণ হোল পরাভূত
ছিলেন বহুদূরে আমার থেকে
শুধু ছুঁতে পেরেছি প্রতিবিম্ব ছায়াকে তার
চাইলাম আমি লভিতে চন্দ্রমার প্রেম
কিন্তু ফলাফল ক্ষান্ত হল শেষ সমগ্র আকাশে
আশা ছিল একমাত্র ঢেউ দুরন্ত সাগরের
ক্রন্দনরত আমি বসে ছিলাম এক প্রান্তে।

মা আমায় শক্তি দাও

হে মোর জন্মদাত্রী মাতা
আমি চাইছি তোমাকে ভিক্ষা
বুকের ওপর হাত যোড় করে
দাও মা আমায় আশীষ থাকতে মন্দের থেকে দূরে
আমায় শক্তি দাও চলতে সৎ পথে সদা
তুমি আমায় আশীর্বাদ কর যেন
পাওয়ার কোনো আশা না থাকে
সব আসক্তি দূর করে
কোনো ফুলের তোড়া বা ফুলের মালা পাওয়ার নেই আমার
তোমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে আমায় আশিষ দাও
তোমার প্রেম, মমতা আমাকে ভাগ্যবান করবে
সব আসক্তি সব বন্ধন কেটে
আমি শুধু চাইব তোমার আশিষ
মা আমায় শক্তি দাও।

মনচক্ষু, তৃতীয় নয়ন

একদিন প্রত্যুষে খুলে দিলাম আমার অন্তরের চক্ষু
তার মধ্যে করি আবিষ্কার শুধু বনাগ্নী
অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আমার বিদ্যুতের চমক
তার মধ্যে খুজলাম মরু মরীচিকা
আবিষ্কার করলাম সেখানে প্রমোদ উদ্যান
দেখলাম সেখানে সুখী মানুষকে
তার সাথে দেখলাম দুঃখী দের সেখানে
আরোও ছিল সেখানে রোগী ও পীড়িত
বিলাসীরাও ছিল তাদের পাশে
যারা হারিয়ে ছিল দ্রব্য সকল
নেই তাদের শরীরে কোনও রোগ যন্ত্রণা
হৃদয়তন্ত্রের ঝঙ্কার নাদে
তার সাথে তুলল তান প্রেম মিলনের
নিজেকে আমি বোঝাবো সব
এটা ছিল আমার আত্মার জাগরণ
তুলে নিলাম হাতে সব কাঁটা
পেতে দিলাম কুসুম ছড়ানো গালিচা
রিক্ত আকাশে সৃষ্টি করলাম এক ইন্দ্রধনু
আমার ভাগ্য বিষফোরিত হয় আমার ভ্রূলতার পাসে।

আমরা মিলিত হই একত্রে

সাগরের উৎকট গর্জন আকাশকে স্পর্শ করে তার বাহু
এই আমার প্রেরণা অন্তরে
আমার শক্তি আমার যুব সুলভ উর্জা
কখনো কখনো সমুদ্রের গর্জন প্রত্যয় হয়
রণ ভেরী সম
সত্যি যেন বিজয়ের ধ্বনি
ওই দিগন্ত সমুদ্রের ওপারে
যেখানে মেলে ঢেউয়ের অভ্র মালা
কখনো দেখ উতুঙ্গ শিখর
কখনো বা মন্দির
কখনো বেলাভূমি অথবা ভূমির সাথে
সে করেনি আপোস কদ্যপি।
কখনো হাত জড়ো করে
তুলতে ফেনা পুষ্পদল
যে দিকে বয়ে যায় ফেনা
সুবাসিত গুপ্ত উপবন উর্মিমালা
লুকিয়ে যায় ফেনা জলের শেষ ধারে
তটিনীর অভিমান যখন লাফ দেয় সাগরে
তটিনী সাগর মিলে হয় একাকার
শেষে মিলে হয় অভিন্ন
নেই কারো স্বতন্ত্রতা সেখানে।
পর্বত শেখায় আমায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে
সমুদ্র শেখায় আমায় ঢেউ তুলতে
তুমি আমার কঠিন শরীরে খোদাই করে
লিখতে পার শিলালিপি যত
আমি আবার গলে হয়ে যাই জল
মিশে যাই হারিয়ে যাই কোথাও

আবেগের নিহনটা ধরে এক হাতে
অন্য হাতে মমতার হাতুড়ি
দূর দিগবলয়ে আকাশের ছাতা
এবং মানব সাগরে
প্রকৃতির উদার বুকে
আমাদের প্রাসাদটি নেয় সেখানে রূপ।
আমরা গড়ি বিশাল পৃথিবী
বসুধৈব কুটুম্বকম আমাদের স্লোগান।

বন্দে মাতরম

বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম
এটা শুধু একটা গান নয়
এটা আমাদের স্বাভিমান, সম্মান ও উন্নতির প্রতীক
স্বাধীনতার এই মহান দান
এটা আমাদের জাতির আহ্বান
ভারত গণতন্ত্রের পূর্ণ এক অবতার
এটা আমাদের ত্যাগের প্রতীক ও জাতির পরিচয়
১৮৭৫ এর স্মৃতি ও আলোক বর্ত্তিকা
পবিত্রতার উন্নতি ও ভক্তির আহ্বান
শাশ্বত মশাল বন্দে মাতরম নয় শুধু
শব্দ সম্মেলন, আমাদের মন্ত্র
স্বাধীনতার শক্তি, যা উন্নয়নের রাজকীয় পদযাত্রা

—০—

আসক্তি

আমার জীবন সাদা কানভাসে দেখ চোখ খুলে
নয় সব পরিস্কার যেখানে অগণিত
মুখরাজি লভে দৃশ্যান্তর
এই সাদা চাদরে যখন মেঘমালার মুখ দেখা যায়
যখন বারি বর্ষণে ভূমিতে সবুজ ঘাস বেড়ে ওঠে
ধরা বক্ষে অঙ্কুরিত গুল্ম রাজি কোথঅও বা তরুলতা আর কোথাও গিরি
চক্ষু আমার অনুভবে বায়ুর বিশ্বাস
কেউ নেই এখানে অজানা অজ্ঞাত
পূর্ণ নীরবতা এ প্রকৃতির খুব ভালো লাগে
অজানা বিহঙ্গ মধুমক্ষিকা প্রজাপতি পাতার কুটীরে করে রতিক্রীড়া
নাসা অগ্রে পাতাটি রেখে আঘ্রাণে লভি আমি
প্রথম বৃষ্টির গন্ধ, সেই সাদা কানভাস
যা অতি নরম রশ্মী আমায় ঢেকে দেয়
তার অদৃশ্য ছায়ায়।

গুপ্ত

চাইনা আমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে
রজনীর কালো যবনিকা, ঢেঁকেছে বৃক্ষের সর্বাঙ্গ
দেখতে আমি চাই অবশ্য
সূর্যের আলোকে সতেজ বৃক্ষরাজি।

অপরাহ্নের দৃশ্যে সূর্যের আলোয়
প্রস্ফুটিত ফুল হয় সুরভিত বিহঙ্গের সাথে
ঝলসে ওঠে আমার চোখের সামনে।
প্রভাতের নিরীহ বৃক্ষরাজি
প্রদোষের প্রেমাসক্ত যুবা
সায়াহ্নের সুজ্ঞানী বৃক্ষরাজি
সব আমি তুলে ধরি শিরা প্রশিরায়
আমার জীবনের বৃক্ষে
বৃক্ষ : আমার আত্মার সাহায্য ছায়ায়
ঘুমিয়ে পড়ে উষ্ণ, একটি বিকেলের শ্বাস
আমার ছায়া তার মধ্যে নিজেকে করে আবৃত
বাতাসের কোমল নৈবেদ্য বৃষ্টির অশ্রুবিন্দু দেয় ধরা।
সেই বৃক্ষ আমার অস্তিত্বের আয়নায়, আমার চরিত্র
ঘুমিয়ে ওটাই গুপ্ত।

লক্ষ্যের দিকে

চোখের সামনে শুধু লক্ষ্যই স্থির
নিজেকে ভুলে গিয়ে কখনো ছুটে ছুটে
কখনো লাফিয়ে লাফিয়ে
আবার কখনো কাঁপতে কাঁপতে
এই রক্ত রঞ্জিত রাস্তায় এক পা এক পা এগিয়ে যাই
লক্ষ্য করি গাঢ় লাল পদচিহ্ন গুলি
আমাদের উত্তরসূরীদের অট্টহাস্য, রক্তপাত
সূর্যে রশ্মি প্রতিফলিত বহু হাসিতে রঙ্গায়িত
সময়ের চাকা গড়ে চলে
অদৃশ্য হয় আবার কখনো লক্ষ্যের সামনে দেখা যায়
এবং আমার গতি ক্ষিপ্রতর হয়।

এক যাত্রা

মূল গুজরাতী : নরেন্দ্রমোদি | ওড়িয়া অনুবাদ : সুবাস নায়ক | বাংলা অনুসৃজন : ভারতী নন্দী ও সাফল্য নন্দী

ভারতী নন্দী

সাফল্য কুমার নন্দী

ভারতী নন্দী, বাংলা পাঠকদের কাছে একটি পরিচিত নাম। ওড়িয়া সাহিত্যের উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভারকে বাংলা পাঠকদের পাঠযোগ্য করে তুলতে ১৯৮৩ থেকে ভারতী নন্দী ওড়িয়া থেকে বাংলায় অনুবাদ কর্মে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ৪১ বছরের এই যাত্রায় ভারতী দেবী ওড়িয়া সাহিত্যের প্রাচীন যুগের সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের লেখকলেখিকাদের ৬০ এর উর্দ্ধ উপন্যাস, ছোটো গল্প, কবিতা নাটক, প্রবন্ধ ও শিশু সাহিত্য ওড়িয়া থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন যা বাংলার পাঠকসমাজের নিকটে আদৃত হয়েছে। ভারতী নন্দী ২০০৮ সালের সাহিত্য অকাদেমীর বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের জন্য অনুবাদ পুরস্কার সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। সাহিত্যিক তথা ভারতের প্রধান মন্ত্রীর গুজরাতী ভাষায় কবিতা সংকলন 'আঁখ আঁ ধন্যছে'র রবি মন্থার ইংরেজী অনুবাদ 'এ জার্ণি' থেকে ওড়িয়ায় অনুবাদ করেছেন ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সুবাস নায়ক। সাহিত্যিক ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গুজরাতী কবিতায় ইংরাজি ওড়িয়া থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন ভারতী নন্দী। এই অনুবাদ করায় এবং প্রকাশনের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের ওড়িয়া বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য সাফল্য কুমার নন্দীর সহযোগিতা স্মরণীয়। কবিতাগুলি পাঠকদের ভালো লাগলে অনুবাদিকার শ্রম সার্থক হবে।

প্রকাশক

যোগাযোগ : ৯৪৩৩৭ ০৮২৮৮

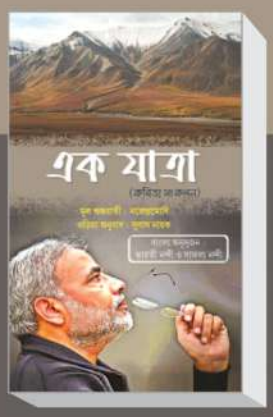

অর্পিতা প্রকাশনী

১কে, রাধানাথ মল্লিক লেন

কলকাতা—৭০০০১২

মোবাইল : ৯৪৩২৪২৬৩৩৩

₹100/-

অর্পিতা